১৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 14 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ভিন্নমত

বাংলাদেশ কলেজ—বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বিরুদ্ধে এ, এন রাশেদার ক্রুসেড

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার ১৪০২ (১৬ই মে, ১৯৯৫) তারিখের দৈনিক সংবাদ–এর "মুক্ত আলোচনা"–এর পাতায় "শিক্ষার আন্দোলন ঃ একটি শিক্ষক সংগঠন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন এ, এন রাশেদা। তিনি তার লেখাটিতে বাংলাদেশ কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও "কতিপয় নেতৃত্বকে" তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। গণসংগঠন এবং রাজনৈতিক সংগঠনে কর্মরত একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই এটা বোঝেন যে, যে সমিতির তিনি একজন নেত্রী, সে সমিতির কাজকর্ম ও নীতি আদর্শ সম্পর্কে তার কোন মতামত বা অভিযোগ থাকলে, প্রচার মাধ্যমে যাওয়ার পূর্বে তিনি সমিতির সংশ্লিষ্ট ফোরামে উথাপন করবেন এবং সেখানেই প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমার জানামতে তিনি কোনদিনই তা করেন নি।

এখন লেখিকার বক্তব্যগুলো একটু পর্যালোচনা করতে চাই।

(১) সমিতির প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শীর, 'কথিত' একটি পুস্তিকা এবং ডঃ কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে লেখিকা সমিতির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দাঁড় করাতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের আদর্শ বর্জন। অধ্যাপক কোরায়শীর বরাত দিয়ে তিনি সমাজতন্ত্র কর্মসূচি সমিতি কর্তৃক গ্রহণের যেভাবে ওকালতি করতে চাচ্ছেন, তা হল বড় ধরনের একটি তথ্য বিকৃতি। বই–এর নাম উল্লেখ না করে তিনি অধ্যাপক কোরায়শী'র নামে চালিয়ে দিলেন। অধ্যাপক কোরায়শী আজ জীবিত নেই। অথচ সমিতি সংক্রান্ত এই লেখিকার কিছু কার্যকলাপ নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় প্রশ্ন তোলাতে এই দেবতুল্য মানুষটিকে কি জঘন্যরূপে তিনি অপমানিত করেছিলেন, তা সমিতির অনেকেই জানেন। যাহোক, যে পুস্তিকা থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তার নাম হচ্ছে "বাংলাদেশ কলেজ–বিশ্বরিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (একটি নতুন ধারার শিক্ষক আন্দোলন) ঃ অধ্যাপক ডঃ ম আখতারুজ্জামান ও অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬)। উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে এর পৃঃ ৮ (প্রবন্ধের প্রথম দুই প্যারা) ও পৃঃ ৯ (এর অবশিষ্ট দুই প্যারা) থেকে। এখানে তো নেই–ই, সারা পুস্তকেও কোথাও সমাজতন্ত্রকে কর্মসূচি, আদর্শ ইত্যাদি করার কথা নেই।

(২) ডঃ খুদা কমিশনের রিপোর্টে সমাজতন্ত্রের কথা আছে বলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাংলাদেশ কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আদর্শ বা আশু দাবি হিসেবে ধরে নিতে হবে, এটা কেমন কথা? তাছাড়া, যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশে খুদা কমিশনের রিপোর্ট প্রণীত হয়েছিল তা কি এখন আছে? নব্বই–এর দশকে সমাজ–তান্ত্রিক জগতের এ বিপর্যয়ের পরও একমাত্র বাংলাদেশ কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির স্কন্ধে সমাজতন্ত্রের ধ্বজা উঁচিয়ে রাখার এই দায়িত্বটি লেখিকা কেন তুলে দিতে চাচ্ছেন? লেখিকা, যে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা, সেই পার্টি নিজেই যেখানে সমাজতন্ত্রের কথা না বলে বলছে "সমাজের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রূপান্তর"–এর কথা। অথচ লেখিকা বাংলাদেশ কলেজ–বিশ্ব–বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির মত একটি গণসংগঠনে এ বিপ্লব ঘটাতে চাচ্ছেন কেন? তা হলে যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নন তারা কি কেউ এই সমিতির সদস্য হতে পারবে না? এই সংগঠনটি একটি গণসংগঠন না হয়ে কি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন রাজনৈতিক দলের ফ্রন্ট হয়ে যাবে?

(৩) লেখিকা ময়মনসিংহ জেলা সম্মেলনে সমিতির সভাপতি ডঃ ম আখতারুজ্জামানের বক্তব্য হিসেবে যা উদ্ধৃত করেছেন, তা হলো ঃ "আমাদের সংগঠনের আদর্শ একধারার শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার জাতীয়করণ, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা ইত্যাদি"। অধ্যাপক কোরায়শীর মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠিত ৩য় জাতীয় সম্মেলনে (৬ ও ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯১) ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ডঃ তাজুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনে (কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ও ৩য় জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত) বলেন ঃ "আমরা কুদরাত–ই–খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালার আলোকে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নে বিশ্বাসী। যখন আমরা এ কথা বলি তখন ঐ রিপোর্টের প্রধান প্রধান দুর্বলতা–গুলোর কথা মনে রেখেই বলি। ঐ রিপোর্টের প্রধান যে শক্তি তা হল শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণের অঙ্গীকার, শিক্ষার গণমুখিনতা, গণ–তান্ত্রিকতা এবং বিজ্ঞানমুখীনতার স্বীকৃতি" (পৃ ৩)। ময়মনসিংহ সম্মেলনে ডঃ জামানের বক্তব্য আর ৩য় জাতীয় সম্মেলনে ডঃ তাজুল ইসলামের বক্তব্য এক ও অভিন্ন। এগুলো অতীতেও যেমন ছিল, বর্তমানেও তেমন সংগঠনের আদর্শ আছে, কিন্তু লেখিকার বক্তব্যে মনে হয়, ডঃ জামান ময়মনসিংহ সম্মেলনে ঐ কথাগুলো বলে অপরাধ করে ফেলেছেন। আর একটি কথা। লেখিকা বলেছেন, ঐ সম্মেলনে জনৈক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম নাকি নাম উল্লেখপূর্বক গোটা নেতৃত্বকেই ফেলে দেয়ার হুমকি দিয়েছিলেন এবং লেখিকা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে উক্ত ব্যক্তি জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করেন নি। সমিতির নেতৃবৃন্দের কার্যকলাপে এমন ভীষণ রকম বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিটি জেলা বা কেন্দ্রে কোন্ পদটি অলঙ্কৃত করছেন, কেন জাতীয় সম্মেলনে না এসে 'বিপথগামী' নেতৃত্বকে ফেলে দেবার সুবর্ণ সুযোগটি হাতছাড়া করলেন, সেসব কিছুই লেখিকা জানালেন না। ঢাকা থেকে সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে যারা সে সম্মেলনে গিয়েছিলেন, আমি ছিলাম তাদের একজন। তারা বা আমি কেউই এই ধরনের কোন হুমকির কথা শুনিনি। ১–১২–৯৪ তারিখে টি,এস,সিতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভাতে মানিকগঞ্জ জেলা সম্মেলনের ব্যাপারে অধ্যাপক ডঃ হায়াৎ মামুদের বরাত দিয়ে এ, এন রাশেদা যে কথাটা বলেছিলেন, পরে অধ্যাপক হায়াৎ–এর কাছ থেকেই জানা গেল যে কথাটা ছিল একটি ডাহা মিথ্যা।

(৪) লেখিকা তার লেখার ২য় কলাম ১১শ লাইনে বলেছেন, "নির্দিষ্ট সময়সীমার দেড় বছর পর" এবং ৪র্থ কলামের নিচ থেকে ৩য় লাইনে বলেছেন, "৪ বছর পর" ৪র্থ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোন্‌টা ঠিক? কি কারণে, কোন্ পরিস্থিতিতে সম্মেলনের তারিখ পিছাতে হয়েছে, সমিতির সকলেই জানেন। সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করে, সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সুপারিশে কেন্দ্রীয় কমিটি এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এসব সভায় লেখিকা নিজেও উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি বা অন্য কোন সদস্য কোন আপত্তি করেন নি। এখন কেন তিনি তথ্য বিকৃত করে নিজেকে নির্দোষ রেখে অন্যদের দায়ী করছেন? জাতীয় সম্মেলন ২ দিনের পরিবর্তে কেন ১ দিন করা হয়েছে, তাও সমিতির সকলেই জানেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তেই (৩১–৩–৯৫) তা করা হয়েছে। অথচ এক্ষেত্রেও তিনি কটাক্ষ করেছেন।

(৫) জাতীয় সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টের ওপর জেলার প্রতিনিধিদের কোন আলোচনা করতে দেয়া হয়নি, "প্রতিনিধিদের কথা বলার সময় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে রাখেন নি,"– সভাপতির বিরুদ্ধে লেখিকার এসব অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। জাতীয় সম্মেলনের কার্যক্রম ভিডিও করা আছে। সেটা দেখলেই তা বুঝা যাবে। এটা ঠিক যে, এক দিনে র‍্যালিসহ সম্মেলনের যাবতীয় কার্যক্রম শেষ করতে হয় বলে বক্তার সংখ্যা ও বক্তৃতার সময় সীমিত করে দিতে হয়েছিল। উল্লেখ্য, সম্মেলনের পুরো কার্যক্রম উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেছিলেন। তাই সভাপতির বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ তিনি কিভাবে উথাপন করেন?

(৬) "উক্ত সংগঠনের কতিপয় নেতৃত্ব শুধুমাত্র শিক্ষকদের স্বার্থকেন্দ্রিক দাবি–দাওয়া উথাপন করে" "শিক্ষক সমাজকে প্রতারিত করছে", "শুধুমাত্র আর্থিক প্রাপ্তির জন্যই শিক্ষকদের উত্তপ্ত করছে"– এসব অভিযোগ তিনি কি কারণে করেছেন, তা তিনি ব্যাখ্যা না করলেও বুঝতে কোন অসুবিধে নেই যে, তিনি ১৯৯২ ও ১৯৯৪–এর বেসরকারি শিক্ষক–কর্মচারিদের ১৫ ও ৪ দফার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। এ দাবিগুলো প্রণয়ন করেছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি। এতে সমিতির ভূমিকার কথা ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের সমিতি ছিল লিয়াজোঁ কমিটির অন্তর্ভুক্ত একট সংগঠন, আমাদের সম্মানিত সভাপতি ছিলেন কেন্দ্রীয় লিয়াজোঁ কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক, লেখিকা স্বয়ং ছিলেন ঐ কমিটিতে সমিতির ৫ জন প্রতিনিধির অন্যতম। এতদিন তিনি এসব দাবি সমর্থন করতেন, কিন্তু এখন কেন আর "শিক্ষকদের উত্তপ্ত" করতে চাচ্ছেন না, তা পরিষ্কার বলে দিলেই তো হয়।

(৭) "আরও এক ধাপ এগিয়ে শিক্ষার পরিবেশহীন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বাহবা দেয়া হচ্ছে আর দায়িত্বপরায়ণ শিক্ষকদের এবং প্রকৃত সুনাম অর্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে" (৫ম কলাম, নিচ থেকে লাইন ১৪–১৯)–এই বক্তব্য দ্বারা লেখিকা সমিতির বিরুদ্ধে এক মারাত্মক অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু তিনি এসব প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেননি। ১৯৯২ সালে ২৯ ও ৩০শে মে সমিতির চট্টগ্রাম জেলা কমিটির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও জাতীয় সেমিনারে জেলার বেশ কয়েকজন বেসরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠাতাকে এবং ১৯৯৪–তে ঢাকা মহানগরী সম্মেলনে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ ও আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষদের সম্মাননা দেয়া হয়েছিল, শত প্রতিকূলতার মুখে যথাক্রমে কলেজ প্রতিষ্ঠা ও সুপরিচালনার জন্য। এসব অধ্যক্ষগণ প্রত্যেকে তাদের কলেজের এক সময়কার বিরূপ পরিবেশের বিরুদ্ধে নিজ নিজ সহকর্মীদের সাথে নিয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু ও মনোরম পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছেন। সে জন্যেই তাদের প্রতি সম্মাননা। এর মাধ্যমে এসব কলেজের শিক্ষক–কর্ম–চারীদের তো বটেই, সাধারণভাবে সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক–কর্মচারীদের অবদানকেও স্বীকৃতি দেয়া ছিল সমিতির উদ্দেশ্য। শক্তি ও সাধ্য অনুযায়ী এ তৎপরতা চালিয়ে যাবে বলে সমিতি ঘোষণা করেছে। লেখিকা দুটি সম্মেলনেই উপস্থিত ছিলেন। ভাবতেও অবাক লাগে যে, আজ তিনি এসবের নিন্দা করছেন। আর তিনি কোথায় পেলেন যে সমিতি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে? "শিক্ষার পরিবেশহীন" কোন্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সমিতি বাহবা দিয়েছে, আর "প্রকৃত সুনাম অর্জনকারী" কোন্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছে, সৎ সাহস থাকলে লেখিকা বলতে পারতেন।

হসনেআরা
যুগ্ম সম্পাদক,
বাংলাদেশ কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।